

বাল্যবিবাহের দোষ

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা-মাতার গোঁরীদানজ্ঞা পুণ্যোদয় হয়, নবম-বর্ষীয়াকে দান করিলে পুণ্ড্রীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাঁচদশং করিলে পরত পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি শ্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমুগ্ধত্বময় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্বদেশীয় মনুষ্যমতেই বাল্যকালে প্যানিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্ধ সজ্জন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভব-গোচর আছে? শাস্ত্রকারকের এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তাকর্ণ্যবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ র র বুদ্ধিকোশলে এমত কষ্টনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা নর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা দশদশমতেই পিতৃগৃহে স্থায়ীর্ণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্করূপা হইয়া সন্তু পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাষ্জীবন অশোচগ্রস্ত হইয়া সযস্ত লোকসমাজে অত্রয়েৎ এ অপাঙ্ক্বেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অশঙ্করূপে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্রোষবুদ্ধি ধরে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া যাতীর্ক সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাহার আশ্চরিক চিন্তা অস্তরে উদয় হইয়া ক্ণপ্রভার জায় কণমাতেই অস্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকচাঁচর ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বন্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুঃখপনের দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পরে প্রেয়, তাহা দম্পতির কখন আস্থাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিভ্রম্না ঘটে, আর পরস্পরের অভ্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্চাতুরী, কামকলাকোশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযস্ত থাকে, এবং তত্রস্থিরে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষয় ব্যাঘাত জ্ঞানিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুজগণনার পরিগণিত হয় নর।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অত্যন্ত জ্ঞানি অপেক্ষা অস্বদেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অয়েষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুঃখস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আশ্চর্যান্বিত হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয়, কখন না কখন এতদেদেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভদিনের শুভাগমনে মুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্বদেশীয় অজ্ঞাত্য অসহায়বাহার বিষয়ে যত্বপূর্ণ সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিন্দারকরণের কোন সঙ্গুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত যুক্তিকা খনন করিলে কতদিন বাহির বিনির্গত না হইয়া রহিতে পাতের; কাঠে কাঠে অনবরত সঙ্কষণ করিলে কতক্ষণ জ্ঞাতশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পাতের? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কতদিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজ্ঞানে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পাতের?

আমরা অশুংকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাস্তাবিহের বিষয়ে যথাযথ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সুষ্ঠিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তত্ত্বয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিরুদ্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেরতর রক্ষণ-বেক্ষণপূর্বক যজ্ঞাতীয় জীবোপভিনির্মিত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্য-জাতিয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোপায়নুর্বাধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসার সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাজ পতের মনুষ্যজাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যত্বপূর্ণ তত্ত্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুঃসহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পাতের, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্ভলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যক্তিরকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অশুংকরণে-উদয় হইতে লাগিল তখন দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্বদেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্বদেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদেশে পিতা-মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত ধর্ম বা অজ্ঞা দ্বারা পাত্র অধের্য করিয়া, কেবল আসার কোলীভ্যমর্ষাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রোক্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও মজ্ঞ শ্রেয় করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি মুখগুণের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারের দাম্পত্যনিবন্ধন মুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে

বাল্যবিবাহের দোষ

বিভবনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়। যে পতির প্রণয়ের উপর প্রেমিনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সজ্ঞারিতে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চারিত্তে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়-কালে তাৎপশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যত্বপূর্ণ কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির মুখের আর কি সজ্ঞাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বরদ, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানান কারণের উপর নির্ভর করে। অস্বদেশীয় বাল্য-দম্পতির পরস্পরের আশয় জ্ঞানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেরতরের চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অজ্ঞোজ্ঞানয়নসম্বন্ধিত হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার বেকরূপ অভিক্রুটি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিবিধ বিশিষ্টমিমাংগবৎ মুখগুণের অনুসন্ধানীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্মই অস্বদেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দুর্ঘট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তারূপ এবং প্রেমিনী গৃহপরিচারিকারূপে হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অসমত শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষয়গেরা কহিয়াছেন, অনভীতশৈশব জাম্বা-পতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভ্রূমির্ভ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অক্ষশযাশায়ী হইতে না হইয়া অনভিবলয়েই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক-জননীর ভাণ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অক্ষিগের পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরিত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনির্মিত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকাল বিভবনা সম্ভব হইয়া থাকে।

অস্বদেশীয়েরা ভ্রূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীক, ক্ষীণ, দুর্বলবৃত্তার এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যত্বপূর্ণ এতদ্বিষয়ে অজ্ঞাত্য সামান্য কারণ অধেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সর্বদা ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সর্বদা হইতে পাতের না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সর্বদা কাঠের উপোত্তি কদাপি সম্ভব না। যেমন অনূর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীজ বীজ বোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইচ্ছাসিদ্ধির অসম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে নিত্যসুই যে বীরবত্ত বীরপুরুষের অসজ্ঞাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিশ্রাস্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদিকার্ষে প্রবল

পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিদ্যার কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বচরিত্র পৌরাণিক ইতিহুতে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতো এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টিভঙ্গ বহন করিতেছে। এতদেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দূর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাজ্যপরিণয় কি ইহাৰ মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতি-মধ্যেই অধিক বয়সে দারভিক্ষা নিঃসন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অর্ধবিধ বিবাহভিক্ষার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়সানিঃসন্ন গার্ভ, আশুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহতত্ত্বের অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা তিন্ন য়রহরপ্রথায়ও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহভিক্ষা বরকথার অধিক বয়স বাতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান ধারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জাত আছি, তৎদেশে অশ্রাণি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকথার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তৎদেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসম্ভবিত না থাকাতো তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অস্বাধি জীবিকার উপায় না পায়, তখন রাঙ্কীয় সৈন্যভাণ্ডাগীতে ও অস্বাভা ধনাচ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অল্পেই কখন সাহসের ও এতদেশীয়েরা অন্নাভ্যেব জয় রুত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্য প্ররভ হয় না। এই জ্ঞাই রাঙ্কীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমাদেরিগের অপেক্ষাও ভীক এবং পূর্বলম্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপস্থাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদেশের জায় বাজ্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্য লোকের সহিত আমাদেরিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পর্ষ বোধ হইবে যে, বাজ্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষ্যগোর কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাজ্যবিবাহ প্রচলিত, তৎদেশীয়েরাই দূর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তৎদেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাপিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অশ্বদেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নান হইতেও সঙ্গপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশব কালে বেরূপ য় ঙ্গ প্রসূতির অন্তগত থাকে, পিতা বা অন্ড গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অন্তগত হয় না। শিউগণের নিকটে সরসহ যদুর বচন যাদৃশ অনুকুলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিক্রমক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব

স্তনপান পরিভাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চক্ষ্মণ্ডল হইতে সরস উপদেশ-সুখা যাদ করিতে পায়, তবে বাজ্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুসারী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের স্বপনে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংস্কৃত হয় ও তত্ত্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্ড শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকভাশক্তি থাকাতোই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অশ্বদেশ হইতে বাজ্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সম্ভানেরা য় য় কথাসম্ভানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কথাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উগ্রাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অত্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহস্থালিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে স্বাক্ষ্ম যত্তর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসাজন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্ডাভ্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাং, দর্বা প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ, সেই কথাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কথাদিগে পাতৃসানং না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাহাদিগের সেই গ্রহিতৃগণ ভাবী সম্ভানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা-মাতার অপেষ্য অভিজায় সক্ষম করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য মুশিক্ষিত ব্যক্তিদিকে আমরা অনুরোধ করি, তাহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষাদানবিষয়ে বেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তক্রম বাজ্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদকরণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অতীক্ষ্মিসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাজ্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত অন্ডোপশ্রমেয়াদে ও কেলিকোতুকে বিদ্যাপিক্ষার মুখ্য কাল যে বাজ্যকাল, তাহা য়া য় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জয় না হইতেই সম্ভানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্ধের নিমিত্তে অভ্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্ধ না থাকিলে চতুর্দশ ভূবন শূন্যয় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসং কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিত্যান্ত পরাঙ্খতা না হইয়া, বরং বার বার প্রয়তি জ্ঞানিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সংস্কারবাপন্ন ব্যক্তিরও কতকগুলি অগোণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা তুষ্টিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দূর্বলসমাজে পরম প্রীতির পাত্ত পুতুকলজাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাঙ্ক কাঙ্কই পিতৃসঙ্কে তাহার অধীন-কখন বা সন্তোদদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আক্ষ্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনভাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে অপমানিত হইয়া অতি

কক্ষে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে রাজ্যবিবাহ দ্বারা আখ্যাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে প্রয়োজন নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্বাদেশে বাত্যাপিরণেরপ্রথা না থাকিলে বালক-বালিকাদিগের দুর্ভিক্ষসক্ত হইবার সম্ভাবনা। এ কথায় আমরা একান্ত উদ্বিগ্ন করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাত্যা-কাল্যাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুর্ভিক্ষপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদস্যং করে প্রযুক্তি-নিয়ুক্তি-বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাথম বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসাদৃশ্যের উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপেক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুস্মৃতিগের যত্নাধটনের অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মানুষের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত যত্নের অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তির্যিক্ত আশঙ্কার লাবণ্যও হইতে পারে। যেহেতু অস্বাদেশে বিধবাবদনের বিধি দৃঢ়তরূপে প্রতিবন্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেকোন কঠোর অভ্যাসও উচ্ছিন্ন হইবে। অতএব যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হইল। উপবাসাদিগের পিপাসানিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাণচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্লে গঞ্জুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাধা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা রাজ্যবিবাহে নিয়তই ঘটতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ভ্রাতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুঃসহ জীবন যে কত দুঃখেতে বালিকাকে বাত্যাভিষি ভ্রাতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা যতদূর প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগ্য কুমারী উপবাসশরীরীতে ক্ষুধাপিপাসায় ক্ষামোদরী উষ্ণতালু স্নানমুখ হইয়া যতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়বস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রমাণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে জাতি পাতন শরীরসংস্কারাদি দ্বারা পিতা-

মাতার সম্মানদিগকে পারিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিরুপেক্ষ করা নিতান্ত অপ্রায় কর্ম। আর উদ্বুদ্ধলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্বধর্মকেও বিশ্বত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকপাপবাদভয়ে অগহতা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপকর্ম সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বিধবা-দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়রচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, সাহায্যে এই বাত্যাপিরণরূপ দুর্নয় অস্বাদেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিতাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আখ্যাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট বহিরা গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব না।